VIVEKANANDA COLLEGE
THAKURPUKUR
KOLKATA-700063

Topic- বৈষ্ণব পদাবলী
Course Title- প্রাগাধুনিক সাহিত্য
Paper- BNGHCC-8
Semester- 4TH
Name of the Teacher- Prof. SUBRATA SAMANTA
Name of the Department- BENGALI

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নতুন হোয়।।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলূ
নয়ন না তিরিপত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইল
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তব হিয়া জুড়ন না গেল।।
কত বিদগধ জন রসে অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক।।

শব্দার্থ: পুছসি-জিজ্ঞাসা করছ, সোই- সেই, বাখানিতে- ব্যাখ্যা করতে, নেহারলুঁ- দেখলাম, না বুঝলুঁ- বুঝলাম না, অনুগমন- মগ্ন, কাহু- কারো মধ্যে, পেখ- দেখা গেল

পদের ব্যাখ্যা: রাধিকা তাঁর সখিকে বলছেন-" সখি আমার অনুভূতির কথা কি জিজ্ঞাসা করছ? কৃষ্ণের প্রতি প্রেম, প্রীতি, অনুরাগ ব্যাখ্যা করতে গেলে তা যে প্রতি মুহূর্তে নতুন হয়ে ওঠে। জন্ম থেকে কৃষ্ণের রূপ দেখছি, কিন্তু তবুও আমার নয়ন পরিতৃপ্ত হল না। কত মধুর কথা যে আমি তাঁর শুনলাম, কিন্তু তা যেন শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শ করতে পারল না। তাঁর সাথে কত মধুর রজনী অতিবাহিত হয়েছে আমার, কিন্তু তবুও তাঁর সাথে মিলনের স্বরূপ বুঝতে পারলাম না। কত লক্ষ যুগ ধরে আপন হৃদয় কৃষ্ণের হৃদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিলাম তবুআমারহৃদয় জুড়ালো না।"
কবিবল্লভ বলছেন-" প্রাণ জুড়োবার জন্য কৃষ্ণের মত আর কাউকে পাওয়া গেল না।"

পর্যায়: অভিসার

কন্টক গাড়ী কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।।
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভমিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে।।
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।।

শব্দার্থ: কন্টক- কাঁটা, গাড়ী- পুঁতে, মঞ্জীর- নূপুর, ঝাঁপি- ঢেকে, গাগরি বারি- কলসীর জল, ঢারি- ঢেলে, পয়ানক- কাটাবার জন্য, মুগধি- মুগ্ধ

পদের ব্যাখ্যা: রাধিকা মাটির উপর কাঁটা পুঁতে,পদ্মের মত কোমল পায়ের পাতা তার উপর স্থাপন করে, বস্ত্র দ্বারা নুপুর বেঁধে, কলসীর জল ঢেলে মাটি পিছল করে আঙুল চেপে হাঁটার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই সাধনা কৃষ্ণের সঙ্গে অভিসারের যাওয়ার জন্য। তাই পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন
বলছেন-" মাধব, তোমার কাছে অভিসারে যাওয়ার জন্য শ্রীমতী মন্দিরে (এখানে গৃহ অর্থে) রাত জেগে দুস্তর পথ চলার সাধনা করছেন।" তাঁকে অন্ধকারে পথ চলতে হতে পারে, তাই তিনি চোখ বন্ধ করে, দুহাতে চোখ ঢেকে হাঁটার চেষ্টা করছেন। পথে সাপের ভয় থাকতে পারে; এই আশঙ্কায় তিনি আগে থেকে সাপের ফণিমুখ বন্ধন শিক্ষা করছেন। তার জন্য তাঁকে হাতের কঙ্কণ পণ রাখতে হয়েছে। কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়া রাধিকা গুরুজনের বচন শোনেন বধিরের মত, বিপ্লবের মত হাসেন, পদকর্তা গোবিন্দদাস নিজে তাঁর এই আচরণের সাক্ষী বলে উল্লেখ করেছেন।

মন্দিরে বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার ।
হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার।।

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর- নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত।।
দশ দিল দামিনী দহন বিথার।

হেরইতে উচকই লোচন-তার।।
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।।
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।।

শব্দার্থ: চলইতে- চলতে, শঙ্কিল-শঙ্কাযুক্ত, বাট- পথ, তঁহি-তার উপর, বারই- নিবারণ করে, নিচোল- শাড়ি,কৈছে- কেমন করে, বজ্র নিপাত- বজ্রপাত, জরি যাত- জ্বলে যায়, দিশ-দিক, হেরইতে- দেখতে, উচকই- চমকে উঠে, তেজবি- ত্যাগ করবি

পদের ব্যাখ্যা: ঘরের বাইরে কঠিন দ্বার। প্রবল বর্ষণে পিছলে কাদায় পথ চলা কঠিন। পদকর্তা গোবিন্দদাস চিন্তিত এই ভেবে যে, রাধিকার নীল শাড়িতে বৃষ্টি আটকানো কিভাবে সম্ভব? সুন্দরী রাধার এমতাবস্থায় কিভাবে অভিসার করবেন। কৃষ্ণ আছেন বহুদূর, সেই মানসগঙ্গার ওপারে। এদিকে ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে, সেই শব্দ কান যেন ফেটে যাবে। দশ দিকে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। তা দেখে চোখের তারা চমকে ওঠে।
প্রকৃতির এহেন রূপ দেখে চিন্তিত পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন- " এই দুর্যোগ সুন্দরী তুমি যদি গৃহত্যাগ কর, তবে প্রেমের জন্য নিজ দেহকেই উপেক্ষা করবে। অবশ্য এখন আর বিচারের সময় নেই। হাত থেকে বাণ ছুটে গেলে তাকে আর নিবারণ করা যায় না।"